দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... JUN 23 1999 ...
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২...

339

একাদশ শ্রেণী হইতে গ্রুপ করা হউক

এখন যাঁহারা মন্ত্রী, আমলা, বৈজ্ঞানিক, চিকিৎসক, কৃষিবিদ, সাংবাদিক, শিক্ষক বা অন্যান্য পেশায় কর্মরত তাঁহারা যখন ম্যাট্রিক বা এস,এস,সি পড়িয়াছেন তখন তাঁহারা কলা, বিজ্ঞান বা হিসাব বিজ্ঞান বিভাগে পড়ালেখা করেন নাই। তাঁহারা একক একটি গ্রুপে পড়িয়াছেন। তাঁহাদের সময় গ্রুপ শুরু হইয়াছিল একাদশ শ্রেণী হইতে। বর্তমানে গ্রুপ করা হইতেছে নবম শ্রেণী হইতে। যাঁহারা গ্রুপ ব্যবস্থা চালু করিয়াছিলেন, তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন যে, নবম শ্রেণী হইতে গ্রুপ চালু হইলে ছাত্র-ছাত্রীরা নিজ নিজ গ্রুপ হইতে বিষয়গুলির প্রতি প্রাথমিক ধারণা পাইবে এবং এস,এস,সি পরীক্ষা পাস করার পর স্বাভাবিকভাবেই তাঁহারা নিজস্ব বিভাগে ভর্তি হইতে পারিবে। কিন্তু এ ব্যবস্থা কি ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য কোনো সুফল বহিয়া আনিয়াছে? গ্রামের স্কুলগুলিতে বিজ্ঞান ও হিসাব বিজ্ঞানের কোনো ভালো শিক্ষক নাই। নাই পরিপূর্ণ বিজ্ঞানাগার। শহরের স্কুলগুলিতে, দুই একটি ব্যতীত ভালো পড়ালেখা হয় না। তাই ছাত্র-ছাত্রীদের নির্ভর করিতে হয় কোচিং-এর উপর। প্রত্যেক বিষয়ের জন্য আলাদা-আলাদা গৃহ- শিক্ষক রাখিতে হয়। শিক্ষক ও কোচিং-এর চাপে তাঁহারা বিপর্যস্ত। নবম শ্রেণী হইতে এই গ্রুপিং হওয়ায় উপকার হইতেছে এক শ্রেণীর শিক্ষক এবং তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত কোচিং সেন্টারগুলির। এই অবস্থার অবসান হওয়া প্রয়োজন। আর তাই একাদশ শ্রেণী হইতেই বিভাগ করার বিষয়টি ভাবিয়া দেখিবার জন্য সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

জাহাঙ্গীর চাকলাদার,
৩, পুষ্পরাজ সাহা লেইন,
লালবাগ, ঢাকা।